R.N N0. 2532/57 Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483-264271
M-9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৯ বর্ষ
৪৬শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২০শে চৈত্র
৩রা এপ্রিল, ২০১৩
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

পরীক্ষা সেন্টারে মাষ্টারমশায়দের নগ্নতা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভোট ব্যাঙ্ক টিকিয়ে রাখতে বামফ্রন্টের আমলে শিক্ষকদের বেতন বাড়িয়ে তাদের জীবনে আশাতীত স্বাচ্ছন্দ্য আনা হয়। কিন্তু তাদের মানসিকতা, সামাজিক কর্তব্যবোধ, দায়িত্ব, শিষ্টাচারে সেই সময় থেকেই অধঃপতন ঘটে। যার জন্য বেশীর ভাগ শিক্ষকের আজ সম্মান, মর্যাদা বলে কিছু নেই। না হয়েছেন তারা মানুষ গড়ার কারিগর, না হয়েছেন আদর্শবোধের রূপকার। তারই একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো। সাগরদীঘির বোখারা হাই স্কুলের শিক্ষক নিখিল দাসের মেয়েকে (নাম গোপন থাকল) কোলকাতার বেথুন কলেজিয়েট স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন হবার পরেও শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলে দ্বাদশ শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। তার প্রধান কারণ নাকি বোখারা হাই স্কুলে শ্রীকান্তবাটী স্কুলের সেন্টার। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন সেখানে প্রথমদিন থেকেই নিখিল বাবুর মেয়েকে নানাভাবে সুযোগ দেয়া হয়। কয়েকজন অভিভাবক পত্রিকা দপ্তরে এসে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ফিজিক্স পরীক্ষার দিন নিখিলবাবুর মেয়ে টিচার্স রুমে বসে বই দেখে নাকি প্রশ্নের উত্তর দেন। এই পরিস্থিতিতে অন্যান্য পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ দেখালে অঙ্কের দিন বিশেষ কড়াকড়ি করা হয়। এইভাবে একজন পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ঐ স্কুলের শিক্ষকদের নগ্ন পক্ষপাতিত্ব অনেককেই অবাক করে। এই প্রসঙ্গে

(শেষ পাতায়)

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে ধুলিয়ানে তৃণমূলের ঢাকঢোল

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ান পুরবোর্ডে কংগ্রেসীদের প্রশাসনিক ক্ষমতা না থাকলেও ধান্দাবাজিতে এখন সবাই তৃণমূলের লোক। ফঃ ব্লকের অন্যতম কাউন্সিলার পুরবোর্ডে পালাবদলের কিং মেকার তুষারকান্তি সেন এখন তৃণমূলে। গত ২৮ মার্চ কোলকাতা হরিশ চ্যাটার্জী রোডের তৃণমূল ভবনে মুকুল রায়ের উপস্থিতিতে তুষার নাকি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। আগামী পুরবোর্ডে তুষারের পুরপতি হবার সম্ভাবনাও প্রবল। ঐ পদে দ্বিতীয়জনের ক্ষেত্রে আছেন মনসুর আলি। বর্তমানে ফঃ ব্লকের কাউন্সিলার বসুমতীকে নিয়ে সিপিএমে ৯। সেখানে তৃণমূলের নামাবলি গায়ে দিয়ে কংগ্রেস ৯ এবং ফঃ ব্লকের তুষারকান্তি সেন। মোট ১০ জন। বর্তমানে কংগ্রেসী বোর্ডের উপ-পুরপতি দিলীপ সরকার পুরসভার কাজ চালিয়ে গেলেও উন্নয়নমূলক সব কাজ সেখানে বন্ধ আছে। ঐ বাবদ ৭০ থেকে ৯০ লক্ষ টাকা নাকি পুরখাতে জমা পড়ে আছে বলে জানা যায়। অন্যদিকে কংগ্রেসের জেলা পরিষদ সদস্য কাওসার আলি আগামী পঞ্চায়েত ভোটে তার এলাকায় পুনরায় প্রার্থী হওয়ার বাসনা নিয়ে

(শেষ পাতায়)

নম্বরবিহীন গাড়ী নিয়ে বাড়ীতে চড়াও

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা, অর্চন সিংহ রায়ের বাড়ীতে ২৩ মার্চ গভীর রাতে কয়েকজন দুষ্কৃতী হামলা চালায়। এক প্রতিবেশীর বাধা দানে দুষ্কৃতীরা একটা নম্বরবিহীন গাড়ীতে পালিয়ে যায়। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল ঐ পাড়ার বাসিন্দা গোলাম মোদাসসর (বাপি)। অনুসন্ধানে জানা যায়, বাপির জালিয়াতি, প্রতারণা, মস্তানি, শিষ্টাচারের অভাবে তার হাই স্কুলের করণিকের চাকরী পর্যন্ত চলে যেতে বসেছে। একাধিক ব্যাঙ্ক থেকে টাকা লোন নিয়ে সে নাকি লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। অর্চন বাপির বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ এনেছেন।

মৃত্যুরহস্য উদ্ঘাটন হোক

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ –১ ব্লকের সাধুয়ার মাঠে নিস্তা গ্রামের অসিত ঘোষের(৪০) মৃতদেহ পাওয়া যায় ২৮ মার্চ। মৃত্যু রহস্য চাপা দিতে একপক্ষ বিশেষ তৎপর। গাড়ীর ধাক্কায় অসিতের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রচার চালাচ্ছে। অসিতের স্ত্রীও স্বামীর মৃত্যুকে স্বাভাবিক দুর্ঘটনা বলে মেনে নিতে পারেননি। গ্রাম্য সূত্রে জানা যায়, ঐ অঞ্চলে জঙ্গিপুরের কৃষ্ণ মুন্দ্রার (বুড়ো) ইটের ভাটায়

(শেষ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে চৈত্র বুধবার, ১৪১৯

নিরাপত্তাহীনতায়

কলিকাতা কল্লোলিনী হইতে পারে – সে তো মহানগরী। বহুজাতিক মানুষের সমাগম, উপস্থিতি মানুষের ভিড় সকাল সন্ধ্যা নিত্যদিন তাহার বুকে আছড়াইয়া পড়িতেছে। তাহার সহিত পাল্লা দিয়া চলিয়াছে যান আর যানবাহন। চারিদিকে শুধু ব্যস্ত মানুষ, মানুষের গতিচঞ্চল ব্যস্ততা। হইতেই পারে। কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই। কিন্তু মফঃস্বল শহর ! তাহার দেহেও পরিবর্তনের বহু নামাঙ্কিত নামাবলী। যত্রতত্র বসত আর বসতিতে শহরের নাভিশ্বাস। মানুষে মানুষে শহরের পথঘাট একপ্রকার ছয়লাপ। সেতুর কল্যাণে যানবাহনের বিরামহীন গতিসঞ্চার এবং গতিময়তা পথের নিরাপত্তায় সদাশঙ্কা। শহরের ভৌগোলিক চেহারায় অনেক পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন। বাড়িয়াছে জনসংখ্যার চাপ এবং তাহার সঙ্গে পাল্লা দিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে যান আর যানবাহন। শহরের অল্প পরিসর রাস্তায় তাহাদের জট আর জটলা। দেখিয়া মনে হয় –'যেন জন-সমুদ্রে নেমেছে জোয়ার'। যানবাহনের বেপরোয়া গতিভঙ্গে উচ্চকিত উচ্ছ্বাস। বিশেষ করিয়া হেলমেটবিহীন মোটর-সাইকেল আরোহীদের ব্যস্ত সময়ে শহরের পথে পথে তুরীয় গতিতে চলাফেরা। শহরবাসী শিশু-বৃদ্ধদের প্রয়োজনে চলাফেরায় এখন রীতিমত নিরাপত্তাহীনতা। আর যাহারা পথচারী সাধারণ পদাতিক তাহাদেরও শঙ্কা-আশঙ্কা কম নয়। তাহাদের আঘাত পাওয়া ও আহত হওয়া নিত্যদিনের জলভাতের মত একটা তুচ্ছ ব্যাপার মাত্র। মানবিকতা এখন কর্পূরের মত উদ্বায়ী বস্তু। আরোহীরা গতির নেশায় বুঁদ হইয়া চলিতে গিয়া পথচারী কোন মানুষকে আঘাত করিয়া সামান্য সৌজন্যটুকু প্রকাশ করিবার প্রয়োজন বোধ করে না। দেখা যায় মোটরচালিত দ্বিচক্রযানের আরোহীদের অনেকেই আঠারোর অনুর্দ্ধ। প্রায় প্রতি যানে আরোহীদের সংখ্যা তিন। স্কুল কলেজগামী ছাত্রীদের চলার পথে বিশেষ করিয়া তাহাদের আনাগোনা। তাহার সহিত চলে তাহাদের টিজিং এবং অশালীন মন্তব্য। অভিভাবকেরা এই বিষয়ে বিশেষ উদ্বিগ্ন এবং চিন্তিত। শহরের রাস্তায় নানা প্রকার যান এবং রোমিওদের জট-জটলায় উঠতি বয়সী আরোহীদের মাত্রাহীন উৎপাত ভারাক্রান্ত শহরের বুকে অন্য একটি মাত্রা সংযোজন করিয়াছে। প্রশাসন এই বিষয়ে সচেতন না বলিলেই চলে। কারণ স্কুল, কলেজ, কোর্ট কাছারি চালুর সময় শহরের ব্যস্ত রাস্তায় মালবাহী যান চলাচল বন্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মহকুমা প্রশাসন ও পুর কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তাহাদের কোন নির্দেশই কার্য্যকরী হয় নাই। ইহা পরিতাপের বিষয়।

স্মোকিং এ্যাপারেটার্স

আশিস রায়

জঙ্গিপুরে জন্ম জঙ্গিপুরে বাস – এমন মানুষ কেউ কি এখনো মনে রেখেছে সাহিত্যিক বনফুল এই জঙ্গিপুরে একদিন এসেছিলেন ? এসেছিলেন কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ? বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা ? ছড়াকার অন্নদাশংকর ? কেউ কি এখনো মনে রেখেছে ঐতিহাসিক উপন্যাসখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্ত ম্যাজিস্ট্রেট-কালেকটর হয়ে এই জঙ্গিপুরে একদা ছিলেন ? কবি আচার্য নরেন্দ্র দেব এখানকার দেশবন্ধু পাঠাগারে নেতাজির একটা সম্বর্ধনাসভায় সভাপতিত্ব করেগেছেন ?

এঁদের চোখে-দেখা সেকালের জঙ্গিপুরের মানুষ তখন ভাবতেও পারত না এই শহরটার সদর রাস্তার ধারে প্রহরে প্রহরে শেয়ালের ডাকাডাকি একদিন বন্ধ হবে। মোড়ের ল্যাম্পপোস্টে কেরোসিন বাতি জ্বলা রাত একদিন বিজলি-বাতির আলোয় ঝলমলিয়ে উঠবে।

কিন্তু এক নদীতে তো দু'বার ডুব দেওয়া যায় না। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই নদীটা-ই বদলে যায়। সরে যায় নদীর জল। বদলে যায় নদীর তলার বালি। আকাশের যে মেঘটা এইমাত্র নদীর জলে ছায়া ফেলেছিল সেই মেঘটা-ই তো নিমেষে উধাও। পুরনো জঙ্গিপুরে অন্নদাশংকর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বনফুলরা সকলের অগোচরে কোথায় হারিয়ে গেল ! দেখতে দেখতে শহরটা-ই বদলে গেল ! স্রোতের টানে বনফুলদের মতই ভেসে গেল সেকালের জঙ্গিপুরের কত মানুষ ! মুছে গেল তাদের জীবনের কত ঘটনা। এখনকার মানুষ তাদের নাম-ও মনে রাখেনি।

অথচ ঐ সেকালেই কেউ কেউ স্বপ্ন দেখত। ভাবত তাদের এই শহরেও একদিন ইলেকট্রিক বাতি জ্বলবে। ধুলোভরা কাঁচা রাস্তা পাকা হবে। গঙ্গার দু'পাড়কে বেঁধে ফেলবে মস্ত একটা সাঁকো। সেকালের এক কিশোরী এরকম একটা স্বপ্ন দেখেছিল। 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রথম পাতাটা নকল করে সে একটা কাগজ বানিয়েছিল। অভিনব তার অবিশ্বাস্য খবরে সাজানো কাগজটা ১৯৫৩ সালে রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জিপার্কে এক সরকারি কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনী'-র মেলাতে তুমুল সাড়া জাগিয়েছিল। কাগজের একটা খবরের শিরোনামে লেখা ছিল ঃ 'জঙ্গিপুরে ভাগীরথীর নবনির্মিত সেতুর উপর ট্রেন চলাচল শুরু'। ৬০ বছর আগে এখানকার ঐ কিশোরীর কল্পনা তো স্বপ্ন-ই।

জঙ্গিপুরের একালের মানুষও স্বপ্ন দেখে। আমি-ও দেখি। স্বপ্ন দেখি একটা মিউজিয়ামের। আমাদের এই জঙ্গিপুরেই মিউজিয়ামটা গড়ে উঠেছে। মানুষ দলে দলে ঐ মিউজিয়াম দেখতে যাচ্ছে। দু-চোখ ভরে কত কি তারা দেখছে আর খুঁজে পাচ্ছে তাদের এই শহরের সেকালটা। মিউজিয়ামে কত সব পুরনো চিঠি দলিল পুঁথিপত্র পাথরের মূর্তি কাঁথা কম্বল কাঁসার বাসন। এসব আনা হয়েছে হয় এই শহর নয়তো আশপাশের গ্রাম-গঞ্জ থেকে। অবাক চোখে মানুষ দেখছে

ছড়া-ছড়ি

শীলভদ্র সান্যাল

(১)

ওয়ার্ল্ড ম্যাপে দেখেছ কি কেপ্‌টাউন ?
বলতে পারো, কোথায় আছে রেপ্‌টাউন ?
মোমবাতি আর কত চিল্লাচিল্লি,
সবাই জানে, নামটা নয়াদিল্লি।

(২)

পুলিশগুলো খৈনি টেপে, দেয়না উঁকি-ঝুঁকি
মাধ্যমিকে এবার কিন্তু ব্যাপক টোকাটুকি
সেফগার্ডে এ ওর মাথায় ভাঙছে পাকা বেল
তার চেয়ে বরং তৈরি করো অ্যান্টি টুকিং সেল।

(৩)

ইউ-পি-এ সরকারে এ কী দেখি দুর্গতি
আগে ছেড়েছেন দিদি, এখন করুণানিধি
সংখ্যায় লঘু হ'য়ে তবু নেই কোনও ক্ষতি
একই ব্রাকেটে ফের মুলায়ম-মায়াবতী।

(৪)

বাজার গরম, মেজাজ গরম
মিষ্টি হাসেন চিদাম্বরম
ইস্যু পাগল বিরোধীরা পাকায় গণ্ডগোল।
এরই মধ্যে নামল মিটার
মধ্যরাতে প্রতি লিটার
কিমাশ্চর্য ! দু'টাকা কম হয়েছে পেট্রোল।

(৫)

মোটা বেশি কার চামড়া ?
গণ্ডার, নাকি আমরা ?
চোরাশিকারিরা দিব্যি লুটছে স্বর্ণ
নাকে তেল দিয়ে আমরা কুম্ভকর্ণ।

(৬)

ফিরে এল সুখের দিন
ভেল্‌কি দেখায় শ্রীমান্ স্পিন্
কচু কাটা হওয়া ধোনি –
এখন আবার নয়নমণি।

১৯৬০ সালে ছাপানো একখানা চটি বই –'শ্রীশ্রী বন্যেশ্বর শিব মাহাত্ম্য'। বইটার লেখক কবিয়াল গুমানি দেওয়ান। এই কবিয়াল এখানে-সেখানে কবিগান করে বেড়াত। বই-ও লিখত। লোকে অবাক হয়ে দেখছে পুরনো একটা টিনের বাক্স। ১৯১৫ সালের কাছাকাছি কোন সময়ের ঐ তোরঙ্গ। ওটা ছাপা খানার কলকব্জার ব্যবসাদার কলকাতার এক সাহেবের পিলে চম্‌কে দেওয়া দাদাঠাকুরের সম্পত্তি – দাদাঠাকুরের ভাষাতেই তাঁর 'স্মোকিং এ্যাপারেটাস'-এর বাক্স। অর্থাৎ হুঁকো তামাক কল্‌কে নল্‌কে শোলা টিকে চক্‌মকি পাথর রাখার একটা টিনের প্যাঁটরা। লোকে বাক্সটা দেখছে আর খুঁজে পাচ্ছে জঙ্গিপুরের দাদাঠাকুরকে।

আমার স্বপ্ন হয়েই থাক। কিন্তু জঙ্গিপুরের মাটিতে এখনো ছড়ানো আছে অনেক কিছু। এখনকার মানুষ এসবের খোঁজ-ও করে না। এই শহরের জেলখানার কাছে এক গেরস্তবাড়িতে জলরঙা একটা ছবি আজ-ও টাঙানো আছে। ছবির

(শেষ পাতায়)

জেলার মানুষদের কাছে সুখবর

TSI TOOFAN STEEL

প্রযুক্তির উৎকর্ষে সেরা স্টীল

TRICON THERMEX QST BAR 500 PLUS

IS 1786

CM/L 5635371

Use TSI TRICON "Customised Steel Bar"

Save ২৫%

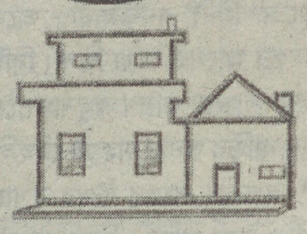

বাড়ি নির্মাণে টি.এস.আই ট্রাইকন্ এনে দিয়েছে এক সুবর্ণ সুযোগ।

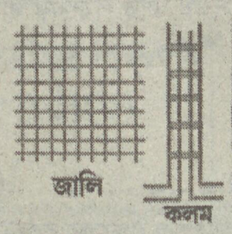

এক নতুন প্রযুক্তি (কাস্টমাইজ স্টীল) যার দ্বারা আপনি পাবেন আপনার বাড়ির ব্লু-প্রিন্ট/প্ল্যান অনুযায়ী মাপের রড, যাতে আপনার বাড়ি নির্মাণে রডের খরচা ২৫ শতাংশ কমে যাবে।

- ৮mm থেকে ৩২mm বিভিন্ন সাইজের উচ্চ গুণগত মান ও ক্ষমতা সম্পন্ন ISI অনুমোদিত **T.M.T** রড তৈরী এবং বিক্রয় হয়।
- ক্রেতার চাহিদা অনুসারে ৩ ফুট থেকে ৪০ ফুট কাটিং করিয়া রড বিক্রয় হয়ে থাকে। যেমন - আপনার বাড়ি কিংবা প্রাচীর তৈরীর জন্য যে সমস্ত জালি, রিং, কলম ইত্যাদি করার জন্য যত ফুট মাপের রড দরকার, সেই মাপ হিসাব অনুযায়ী আপনি পাবেন।
- এছাড়া মাটির নীচে থেকে ছাদ পর্যন্ত কলমের রড সাধারণত ১৭ থেকে ২০ ফুট লাগে। আবার জালি করার জন্য সাধারণত ৩ ফুট, ৪ ফুট, ৫ ফুট বা ৬ ফুট লাগে। রিং এর জন্য লাগে ৭"/৭", ৭"/৯", ৭"/১২" (৮mm, ১০mm, ১৬mm, ২০mm) সমস্ত রকম রড পাবেন।
- "টি.এস.আই ট্রাইকন " মাঝে কোন ডিস্ট্রিবিউটার,ডিলার, বা কোন এজেন্ট (Broker) না থাকার কারণে আপনি কেজি প্রতি আর পাঁচটি কোম্পানির থেকে অন্তত ৪-৫টাকা কম পাবেন।
- সমস্ত সাইজের রডের নূন্যতম বিক্রয় সীমরেখা ১০০ কেজি এবং তার অধিক ।

Size	Minimum Weight gm./m	Maximum Weight gm./m	40Ft. 12mm. Minimum(kg)	40 Ft. 12 mm Maximum(kg)
8 mm	0.367	0.390	4.40	4.68
10 mm	0.574	0.620	6.89	7.44
12mm	0.844	0.900	10.12	10.88
16mm	1.500	1.610	18.00	19.32
20mm	2.396	2.490	28.75	29.88
25mm	3.746	3.910	44.95	46.92
28mm	4.686	4.927	56.23	59.12
32mm	6.130	6.350	73.56	76.2

উদাহরণস্বরূপ ঃ-

১,০০০ বর্গফুট বাড়ি তৈরী করতে আনুমানিক ২৩০০ কেজি রড লাগে আজকের দিনে যার বাজার মূল্য ৪৫/- কেজি,তবে আমরা ধরে নিতে পারি ১০০০ বর্গফুট বাড়ি নির্মাণের জন্য আপনার রডের খরচা হবে ১,০৩,৫০০/-। কিন্তু যদি আপনি বাড়ি নির্মাণের জন্য "টি.এস.আই ট্রাইকন" রড ব্যবহার করেন।

আপনার কি ভাবে সাশ্রয় বা কম খরচ হবে	আনুমানিক বাজার মূল্য নতুন	আ.বা. মূল্য স্ক্রাপ	সাশ্রয়
কলম, জালি রিং টাইবীম এর রড ৪০ ফুট সব সময় লাগে না। আপনার বাড়ির প্লান অনুযায়ী রড কাটিং করতে হয়, তার জন্য রড টুকরো পড়ে যা আনুমানিক ৩%(৭০ কেজি)	৩,১৫০/- (৭০ কেজিx৪৫/-)	১,৫৪০/- (৭০ কেজি x২২/-)	১,৬১০/-
যেহেতু আপনি জালি, রিং, কলম, টাইবীম এর রড আপনার প্লানের মাপ হিসাবে পাবেন, তারজন্য আপনার মিস্ত্রী লেবারের খরচ আনুমানিক ৪০০০ টাকা সাশ্রয় হবে।			৪,০০০/-
'টি.এস.আই.ট্রাইকন' রড একটি আন্তর্জাতিক থারমেক্স "QST" প্রযুক্তি দ্বারা তৈরী হয়। কম্পিউটারাইজড্ কুয়েঞ্চিং, টেম্পারিং, চিলিং টেস্টিং প্রক্রিয়ায় স্টীলের রাসায়নিক গুনাবলী আরো সমৃদ্ধ করা হয়। 'টি.এস.আই.ট্রাইকন'এর মতো আধুনিক হাই-স্ট্রেন্থ গ্রেড ৫০০+ রড ব্যবহার করলে রড ১২-১৫ শতাংশ পর্যন্ত কম পরিমান লাগে । ১২%x২৩০০=২৭৬ কেজি ।	১২,৪২০/- (২৭৬কেজিx৪৫/-)		১২,৪২০/-
'টি.এস.আই.ট্রাইকন' কাস্টমাইজ স্টীল রড "মাঝে কোন ডিস্ট্রিবিউটার, ডিলার, বা কোন এজেন্ট (Broker) না থাকার কারণে আপনি কেজি প্রতি আর পাঁচটা কোম্পানির থেকে অন্তত ৪-৫টাকা কম পাবেন। (২০০০কেজি x ৪/-)= ৮,০০০/-	৮,০০০/- (২০০০ কেজি x ৪/-)		৮,০০০/-
[illegible]	আপনার মূল্য সাশ্রয় (Saving)	২৬,০৩০/-	

১০০% পরিশোধিত স্টীল থেকে থারমেক্স "QST" প্রযুক্তি দ্বারা তৈরী হয়। কম্পিউটারাইজড্ কুয়েঞ্চিং,টেম্পারিং, চিলিং টেস্টিং প্রক্রিয়ায় স্টীলের রাসায়নিক গুনাবলী আরো সমৃদ্ধ করা হয়।

সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় বিরামহীন রোলিং মিলে তৈরী দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ সমস্ত দিকে চাপ নেওয়ার অপূর্ব ক্ষমতা ও উপরিভাগের সুন্দর ফিনিশ।

সাইক্লোন ও ভূমিকম্প প্রতিরোধকারী উচ্চ প্রসার এবং চাপ নিতে পারার ক্ষমতাসম্পন্ন. ফলে সাইক্লোন ও ভূমিকম্প প্রতিরোধের জন্য আদর্শ।

ক্ষয় প্রতিরোধকারী টিএমটি বারের উপরিভাগের মারটেনসাইট রীম এবং উন্নতমানের রাসায়নিক মিশ্রণ(কেমিক্যাল কম্পোজিশন) ক্ষয় প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

যোগাযোগ:-

তুফান স্টীল ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড

৯৪৩৪৯০১৬০০,৯৯৩২৬৯৬২১০,০৩৪৮৩-২৬৬৫৫৬

বাণীপুর , ঘোড়শালা, মুর্শিদাবাদ

ঘটনা--দুর্ঘটনায় মৃত ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ১ এপ্রিল পৃথক তিনটি ঘটনায় মারা গেলেন তিনজন। সকালের দিকে রঘুনাথগঞ্জের উমরপুরে এক সাইকেল আরোহী লরির ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মারা যান। নাম অপূর্ব দাস(৩৫), বাড়ী খড়খড়ি গোপালনগর। ঐদিন দুপুরে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বড়জুমলা গ্রামের আতাবুল সেখ মোটর সাইকেলে তাঁর স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে জঙ্গিপুরে আসছিলেন। রাস্তায় একটি লরি তাদের ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে আতাবুলের স্ত্রী ফেরদৌসী বিবি (৩৬) মারা যান। মেয়ে সারিকাকে (৭) আশংকাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঐদিন বিকেলে সুতি থানার সাদিকপুর গ্রামের দয়াল দাস (৪০) মেশিনে গম ঝাড়ছিলেন। ঐ সময় তাঁর পরনের গামছাটি মেশিনের চাকায় জড়িয়ে গিয়ে তার শরীরের নীচের অংশ ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। ঘটনাস্থলেই দয়াল মারা যান।

পরীক্ষা সেন্টার .....(১ম পাতার পর)

শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক উৎপল মন্ডলের বক্তব্য – "কাউন্সিলের অনুমতিসহ আমি ওকে দ্বাদশ শ্রেণীতে ভর্ত্তি করি। গত বছর বোখারা সেন্টারে টোকাটুকি নিয়ে আমাদের ছাত্রদের সঙ্গে ওখানে গন্ডগোল বাধে। পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করে। তাই এবার অশান্তি এড়াতে প্রত্যেক দিন ওখানে দু'জন শিক্ষককে উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা নি। যাঁর মেয়েকে নিয়ে এতো ক্ষোভ সেই নিখিল দাস পরীক্ষার কয়েকদিন বাণীপুর ইউ.এন.হাই স্কুলে নিযুক্ত ছিলেন বলে জানি। এটা গার্জেনদের ঈর্ষা ছাড়া কিছু নয়।"

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে.....(১ম পাতার পর)

২৮ মার্চ আনুষ্ঠানিক ভাবে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। ধুলিয়ান ডাক বাংলোয় তৃণমূল ব্লক অফিসে ঐ দিন উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি মহঃ আলি। এছাড়া কাওসারের তত্ত্বাবধানে পুর এলাকার শিবমন্দির চত্বরে খোলা হয়েছে ধুলিয়ান টাউন তৃণমূল কংগ্রেস, সামসেরগঞ্জ ব্লক ত্রিস্তর নির্বাচনী কার্যালয়।

মৃত্যুরহস্য.....(১ম পাতার পর)

অসিত ও তার গ্রুপ বরাবর মাটি সাপ্লাই দিতেন। বেশ কিছু টাকা নাকি পাওনাও ছিল। আরও খবর, ঘটনার দিন অসিতকে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে যায় অসিতের সহকারী সাধুয়া গ্রামের চন্দন মাল। মৃত্যুর পর থেকে চন্দন বেপাত্তা। এতে রহস্য আরো ঘনীভূত হয়েছে। পরে পুলিশ চন্দনকে গ্রেপ্তার করে এ প্রসঙ্গে বুড়ো মুন্দ্রার বক্তব্য 'শুরু থেকে অসিত ও চন্দন আমার ভাটার সাথে যুক্ত। ঘটনার দিন সে মদ্যপ অবস্থায় ভাটায় আসে। তাকে মোটরসাইকেল নিয়ে যেতে বারণ করা হয়। সাধুয়ার মাঠে চলন্ত মোটর সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে সে জ্ঞান হারায় এবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যায়। আমার কাছে সে টাকা পাবে। তার সব হিসেব ওর মেয়ের কাছে আছে।' এখন নবাগত আই.সি মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনে কতটা তৎপর হচ্ছেন সেটাই দেখার।

স্মোকিং এ্যাপারেটার্স.....(১ম পাতার পর)

নাম ঃ শ্মশানে শৈব্যা। যার আঁকা ঐ ছবি সে শুধু শিল্পের টানেই ছেলেবেলায় কলকাতা গিয়েছিল। তার শখ ছিল অবনীন্দ্রনাথের কাছে ছবি আঁকা শিখবে। কিন্তু রঙিন ছবি এঁকে তার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়নি – দীর্ঘ জীবনটা কেটেছিল কালো সাদা কোর্ট-প্যান্ট পরে আদালতে মোক্তারি করে। ঐ বালিঘাটার একটা বনেদি বাড়ির আলমারির দেরাজে এখনো কত যত্নে রাখা আছে হাতে-লেখা একখানা কোরান। তার পাতায় পাতায় অজস্র রঙিন নকশা। এই কোরান অতি যত্নে যে এখনো রেখে দিয়েছে সেই মানুষটার প্রপিতামহ কতকাল আগে ওটা নিজের হাতে লিখেছিলেন। এখানকার সদরঘাটের এক গৃহস্থ বাড়িতে রবি ঠাকুরের দিদি স্বর্ণকুমারীর অনেক ব্যক্তিগত চিঠি টিনের একটা বাক্সে পঞ্চাশ বছর আগেও রাখা ছিল। ব্রিটিশ আমলের পোস্টকার্ডে লেখা। খুঁজলে এখনো পাওয়া যায়। রঘুনাথগঞ্জের সেকালের মাইনর স্কুলের পাশে এক জমিদার বাড়ির অন্দর মহলে মেহগিনি কাঠের একটা পালঙ্ক শ্বেতপাথরের চারটে অপরূপ পদ্মের উপর বসানো ছিল। কালের গতিকে সে পালঙ্ক হয়ত বিক্রি হয়ে গেছে। কিন্তু পাথরের পদ্মফুল কে কিনবে ? হয়ত এখনো পড়ে রয়েছে ঘরের কোণে। পাথরের ফুল তো শুকোয় না !

জঙ্গিপুরের মাটি খুঁড়ে দাদাঠাকুরের সেই টিনের প্যাঁটরা বোধ হয় এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু কোনো কিছুই তো হারিয়ে যায় না। ইতিহাসে চিরকাল থেকে যায়। তাকে খুঁজে বের করতে হয় পুঁথিপুস্তক চিঠিপত্র দলিল - দস্তাবেজ কিংবা সিন্দুকে তলিয়ে যাওয়া সেকেলে মায়েদের হাতে-লেখা সংসার খরচের খাতায়। যদি সেসব এখনো উদ্ধার করা যায় তবে তাই দিয়ে একটা মিউজিয়াম না হোক – জঙ্গিপুরের একটা ইতিহাস তো লেখা যায় ! সেই ইতিহাস তুলে ধরতে পারবে জঙ্গিপুরের দাদাঠাকুর কিংবা সেকালের আরও অনেক গুণী মানুষকে -- যারা আজ একালের জঙ্গিপুরের মানুষের মন থেকে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের প্রচুর স্টক
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের বিয়ের কার্ড নিতে সরাসরি চলে আসুন
নিউ কার্ডস ফেয়ার
দাদাঠাকুর প্রেস
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

দোকানঘর ভাড়া দেওয়া হবে
রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া ষষ্ঠীতলায় দোকানঘর ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ-৮১৪৫৯৩১২৬০

আমিন তরুন সরকার
Govt. of India, E.S.A, Regd. No. 159
সকল প্রকার ভূমি জরিপ এবং সাইড প্ল্যান কাজের জন্য আসুন।
ফোনে যোগাযোগ করুন - 9775439922
গ্রাম-ওসমানপুর (শিবতলা), জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা
প্রসিদ্ধ মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা, ব্যাগ ও রেন কোট এখন কোলকাতার দামে এখানেও পাবেন।
পরিবেশক : চন্দ্রস্ সিন্ডিকেট
রঘুনাথগঞ্জ পন্ডিত প্রেসের মোড়

জঙ্গীপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।